



ইবাদতের আগ্রহ কিভাবে অর্জিত হবে?

22-March-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার
সুন্নাতে ভরা বয়ান
(Bangla)

(For Islamic Brothers)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
 أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ
 نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِعْتِكَافِ

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাহের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাহের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারণভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়য হয়ে যাবে। ইতিকাহের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাহের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ তায়ালার যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার আরশ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়ায় থাকবে। (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের পেরেশানি দূর করবে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী, (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠকারী। (আল বুদ্ধরুস সাফির লিস সুয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৬)

আপনে খতা ওয়ারৌ কো আপনে হি দা'মান মে লো!

কোন করে ইয়ে ভালা, তুম পে করোড়ো দরুদ। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

- (১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
- (২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মুখার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!

নামাযের প্রতি ভালবাসা পোষণকারী শিশু

সিলসিলায়ে আলীয়া, কাদেরীয়া, রযবীয়ার মহান বুয়ুর্গ হযরত সাযিয়্যুদনা মারুফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমি আজরাতে একটি আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছি, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: কি দেখেছো? আরয করলো: আমার পরিবারের সদস্যদের মাছ খাওয়ার ইচ্ছা হলো, আমি বাজারে গেলাম এবং মাছ কিনে একজন কুলি শিশুকে সাথে নিলাম যেনো সে মাছগুলো উঠিয়ে আমার সাথে নিয়ে যায়। সুতরাং সে আমার সাথে যেতে লাগলো, পথে যখন সে যোহরের আযান শুনলো তখন আমাকে বললো: জনাব! আপনি কি নামায আদায় করবেন না? যেনো সে হঠাৎ আমাকে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত করে দিলো, আমি বললাম: হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন নয়! অবশ্যই আদায় করবো, সে মাছের পাত্র মসজিদের বাইরে রাখলো এবং মসজিদে প্রবেশ করলো, আমি মনে মনে বললাম: এই শিশুটি মাছের পাত্র নামাযের জন্য উৎসর্গ করে দিলো তবে কি আমি মাছ উৎসর্গ করে দিতে পারবো না। সে নামায পড়তে লাগলো এমনকি ইকামত হয়ে গেলো এবং আমরা জামাআত সহকারে নামায আদায় করলাম। যখন বাইরে বের হলাম তখন দেখলাম যে, পাত্রটি নির্দিষ্ট স্থানেই আছে। আমি ঘরে ফিরে এই ঘটনা

পরিবারের সদস্যদের শুনলাম, তখন তারা বলতে লাগলো: এই শিশুকে আমাদের সাথে মাছ খাওয়ার দাওয়াত দিন, যখন আমি তাকে দাওয়াত দিলাম তখন সে বললো: আমি রোযাদার। আমি তাকে বললাম: তবে তুমি আমাদের এখানে ইফতার করো। সে বললো: আমি আপনার দাওয়াত কবুল করলাম, আপনি আমাকে মসজিদের পথ দেখিয়ে দিন। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিলাম, তখন সে মসজিদে গিয়ে বসে গেলো, যখন আমরা মাগরীবের নামায আদায় করে নিলাম তখন আমি তাকে বললাম: এবার আমাদের ঘরে চলো, সে উত্তর দিলো: ইশার নামায পড়ে যাবো, ইশার নামায পড়ার পর তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসলাম, সেখানে তিনটি কক্ষ ছিলো: একটি আমার এবং আমার স্ত্রীর, অপরটিতে আমাদের ২০ বছরের পঙ্গু (Excusable) মেয়ে এবং তৃতীয়টিতে আমাদের মেহমান ছিলো, রাতের শেষ প্রহরে হঠাৎ কেউ দরজায় কড়া নাড়লো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কে? তখন আওয়াজ এলো: আমি আপনার অমুক কন্যা। আমি বললাম: সে তো ২০ বছর ধরে পঙ্গু এবং ঘরে পরে থাকা একটি মাংসপিণ্ড, সে কিভাবে ভাল হয়ে হাটবে? একথা শুনে সে বলতে লাগলো: আমি আপনার সেই কন্যা, আপনি দরজা তো খুলুন, যখন আমি দরজা খুলে দেখলাম সেতো একবারে সুস্থ্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আমাকে বলো যে, তুমি কিভাবে আরোগ্য লাভ করলে? তখন সে বললো যে, আমি যখন আপনাকে এই মেহমানের উত্তম আলোচনা শুনলাম, তখন মনে হলো, আল্লাহ তায়ালার নিকট তার ওসীলা দিই যে, তিনি যেনো আমার কষ্ট দূর করে দেন, সুতরাং আমি আরয করলাম: হে আল্লাহ! তোমার দরবারে আমাদের এই মেহমানের মহত্বের সদকা! আমার কষ্ট দূর করে দাও এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করো। এই দোয়া করতেই আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম, যেমনটি আপনি দেখছেন। আমি আমাদের মেহমানের ঘরের দিকে গেলাম, তবে সে ঘরে ছিলো না, দরজায় এলে দেখলাম তাও বন্ধ, একথা শুন্যর পর হযরত মারুফ কারখী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: হ্যাঁ! আসলেই আউলিয়ায়ে কিরামের رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মধ্যে ছোট বড় সবাই থাকে। (আর রউয়ুল ফায়েক, বারু ফি মানাকিবিস সালেহীন, ১০৯ পৃষ্ঠা)

ইবাদত মে শুযরে মেরী জীন্দেগানি

করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে যেমনটি জানা গেলো, নেককার লোকের ওসীলায় করা দোয়া কবুল হয়ে থাকে, তেমনি এই শিশুর নামাযের আশ্রয় এবং ইবাদতের প্রতি প্রবল আশ্রয়ও জানা গেলো যে, সে কাজ কর্ম ছেড়ে নামাযকে প্রাধান্য দিলো এবং আযানের আওয়াজ শুনতেই শুধু নিজে মসজিদে নামাযের জন্য চলে গেলো না বরং সাথের ব্যক্তিকেও নামাযের দাওয়াত দিয়ে নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে গেলো। আফসোস! শত কোটি আফসোস! আমরা যতই প্রিয় নবী হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যুগ থেকে দূরে সরে আসছি, নামাযের বিষয়ে আমাদের উদাসীনতা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে, আজ আমাদের কানেও আযানের আওয়াজ আসে কিন্তু আমরা আমাদের কাজে ব্যস্ত বা শুধুমাত্র অলসতার (Laziness) কারণে নামাযই কাযা করে দেয় আর গুনাহ করার জন্য আমাদের অলসতা দ্রুতই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও হয় যে, যখন তাদের এক বা একাধিক নামায কাযা হয়ে যায় তখন কয়েক মাস পর্যন্ত জেনে শুনেই নামায পড়ে না, যদি কোন দ্বীনের ধর্মপ্রাণ ইসলামী ভাই তাদেরকে ইনফিরাদী কৌশল করে নামাযের উৎসাহ দেয় তবে বলে “إِنَّ مَخَالَفَةَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ” আগামী শুক্রবার থেকে আবাবো নামায পড়া শুরু করবো বা রমযান মাস থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো” এভাবে কোন প্রকার লজ্জা ছাড়াই একেবারে নির্ভয়ে আল্লাহর পানাহ একথাটি যেনো উচ্চারণ করা যে, নামায বর্জন করার এই কবীরা গুনাহ আমি শুক্রবার পর্যন্ত বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে অব্যাহত রাখবো। সম্ভবত এই কারণেই আজকাল পরিবারে ঐক্য নেই, প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, প্রতিটি রিযিকে বরকত হীনতার কারণে পেরেশানি, পিতামাতা অবাধ্য সন্তানের কারণে বিরক্ত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! আমাদের সাথে এমন কেন হচ্ছে? আমরা কেন এই পেরেশানি সমূহের শিকার হচ্ছি? সম্ভবত এই কারণেই যে, আজ আমরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণীর উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছি এবং দিন রাত অবাধ্যতা মূলক কাজে লিপ্ত রয়েছি। যদি আমরা নিজেরা নামায থেকে দূরে থাকি এবং নিজেদের সন্তানদেরকে নামাযের উৎসাহ দিই তবে মনে রাখবেন! প্রতিদিন আমরা এই পেরেশানির সম্মুখিন হতে পারি। কেউ এই বিষয়টি দেখিয়ে দিয়ে কতইনা সুন্দর বলেছেন,

জু কুছ হে ওহ সব আপনে হি হাতো কে হে করতুত,
শিকওয়া হে যমানে কা না কিসমত কা গিলা হে।
দেখে হে ইয়ে দিন আপনি হি গাফলত কি বদৌলত,
সাচ হে কেহ বুরে কাম কা আঞ্জাম বুরা হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই পেরেশানি, রোগবালাই, ঝগড়া বিবাদ এবং অভাব অনটন আমাদের ঘরে আসন পেতে বসেছে, এর কারণ হলো আল্লাহ তায়াল্লা এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিধানাবলীর বিরুদ্ধাচারনও হতে পারে। সুতরাং জীবনকে গণিমত (Plunder) মনে সত্যিকার তাওবা করণ এবং নিয়মিত নামায আদায় করা শুরু করে দিন, নয়তো মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। যেমনটি আল্লাহ তায়াল্লা সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
يَلْقَوْنَ غِيًّا

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে ‘গায়্য’ এর জঙ্গল পাবে;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় “গায়্য”র আলোচনা এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা। সদরুশ শরীয়া, বদরুশ তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “গায়্য” জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যার উত্তাপ এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি, এতে একটি কূপ আছে যার নাম হচ্ছে “হাব হাব”, যখন জাহান্নামের আগুন নিভতে শুরু করে, আল্লাহ তায়াল্লা এই কূপকে খুলে দেন, যার ফলে তা (জাহান্নামের আগুন) আবারো প্রজ্বলিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়াল্লা ইরশাদ করেন:

كَلَّمَآ خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৯৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন তা কখনো তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্বলিত করে দেবো।

এই কূপ বেনামাযী, অপকর্মকারী, মদ্যপায়ী, সূদখোর এবং পিতামাতাকে কষ্টপ্রদাকারীদের জন্য। (বাহারে শরীয়াত, ১/৪৩৪)

ইলাহী হেঁ বহুত কমজোর বান্দা, না দুনিয়া মে না গুকা মে সাজা হো।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৩১৬ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের আযাব এবং দুনিয়ার বিভিন্ন কষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খোদাভীতিতে কেঁপে উঠুন এবং সত্যিকার তাওবা করে নিন। একটু ভাবুন তো, যখন সেই ভয়ঙ্কর উপত্যকায় বেনামাযীকে নিষ্ক্ষেপ করা হবে, তখন তার কি অবস্থা হবে। সুতরাং নিরাপত্তা এতেই নিহিত যে, আমরা ফরয সমূহ আদায় করার পাশাপাশি নফল ইবাদতের আশ্রয়ও সৃষ্টি করি। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করি এবং তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত এবং আওয়াবিনের নফল নামাযও আদায় করি, প্রতি বছর রমযানুল মুবারক মাসে রোযা রাখি এবং পুরো বছর নিয়মিত নফল রোযাও রাখি, মালিকে নেসাব হওয়া অবস্থায় যাকাত আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য নেক কাজেও নিজের সম্পদ খরচ করার অভ্যাস গড়ি। প্রতিদিন পবিত্র কোরআনের তিলাওয়াত, যিকির ও দরুদেদর অভ্যাস গড়ি। এর সাথেই নিজের শত্রু অভিশপ্ত শয়তান থেকেও সাবধান থাকি যে, যখন সে আমাদেরকে দিন রাত ঐ সকল ইবাদতে লিপ্ত দেখবে, তখন সেই পথ থেকে সরাতে জোর প্রচেষ্টা চালাবে, অলসতা প্রদান করবে এবং আমাদেরকে উদাসিন করার জন্য বিভিন্ন কৌশলও ব্যবহার করবে কিন্তু অটল থাকুন এবং নিজের ইবাদতের প্রতি গর্ব করার পরিবর্তে মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদতের উপর অটল থাকার জন্য দোয়া করতে হবে। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে শেষ সময় পর্যন্ত ইবাদত করার আদেশ ইরশাদ করেছেন:

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত আপন প্রতিপালকের ইবাদতের মধ্যে থাকুন!

(পারা ১৪, সূরা হাজর, আয়াত ৯৯)

কোন বান্দা ইবাদতের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে পারে না:

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার আলোকে তাফসীরে সিরাতুল জীনানে বর্ণিত রয়েছে: বান্দা যতই বড় ওলী হয়ে যাক না কেন, সে ইবাদতের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। যেখানে সৈয়্যদুল মুরসালিন, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে শেষ সময় পর্যন্ত ইবাদত করার আদেশ দেয়া হয়েছে, তবে সেখানে আমরা কি? এর থেকে ঐ সকল মানুষের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত যে, যারা নিজেকে অনেক উচ্চ

মর্যাদায় সমাসীন মনে করে ইবাদতের ব্যাপারে অলসতা করে থাকে, তাদের ভাবা উচিত যে, তা শয়তানের গোপন এবং ভয়ঙ্কর ফাঁদ নয়তো, কেননা শয়তান এরূপ ফাঁদ পেতে বড় বড় মাশায়িখদের পথভ্রষ্ট করেছে এবং এই ফাঁদের মাধ্যমে ওলীদের সর্দার, হুযুরে গাউছে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে,

এসব কিছু আমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার দয়া

হযরত শায়খ আবু নসর মুসা বিন শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমার পিতা বলেন: আমি একবার সফরে মরুভূমির দিকে গমন করলাম এবং কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করলাম, কিন্তু আমি পানি পাচ্ছিলাম না, যখন আমার প্রচণ্ড পিপাসা অনুভূত হলো তখন একটি মেঘ (Cloud) এসে আমাকে ছায়া দিলো এবং তা থেকে আমার উপর বৃষ্টির ন্যায় কিছু একটা পড়লো, আমি তা দ্বারা পিপাসা নিবারন করলাম, অতঃপর আমি একটি নূর দেখলাম, যাদ্বারা আকাশের প্রান্ত আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো এবং একটি আকৃতি প্রকাশ পেলো, যা থেকে আমি একটি আওয়াজ শুনলাম: হে আব্দুল কাদের! আমি তোমার প্রতিপালক এবং আমি তোমার জন্য হারাম সমূহকে হালাল করে দিলাম, তখন আমি “أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” পাঠ করে বললাম: হে অভিশপ্ত শয়তান! দূর হয়ে যা। তখন আলোকিত প্রান্তটিও অন্ধকার হয়ে গেলো এবং সেই আকৃতি ধোয়া হয়ে গেলো, অতঃপর সে আমাকে বললো: হে আব্দুল কাদের! তুমি আমার থেকে তোমার জ্ঞান, তোমার রবের আদেশের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে গেলে এবং আমি এভাবে ৭০জন মাশায়িখকে পথভ্রষ্ট করেছি। আমি বললাম: এটা শুধুমাত্র আমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহ, শায়খ আবু নাসের মুসা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কিভাবে জানলেন যে, সে শয়তান? তিনি বললেন: তার এই কথা থেকে যে, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য হারাম বস্তুকে হালাল করে দিয়েছি।

(বাহজাতুল আসরার, ২২৮ পৃষ্ঠা)(তাকসীরে সিরাতুল জীনা, ১৪ পারা, সূরা হাজর, ৯৯তম আয়াতের পাদটিকা, ৫/২৭৪)

শাহা নফসে আন্নারা মাগলুব হো আব,

হো শয়তান কা দূর শর গইসে আযম। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

জ্বিন ও মানুষ সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! শয়তান কিভাবে আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাদের পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের কি হবে? একে তো আমরা ইবাদত করিই না এবং যদি কোন নেক আমল করে নিই তবে এতে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাই, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'চার জনের সামনে নিজের নেককাজের কথা প্রকাশ করবো না, কোনরূপ শাস্তি আসে না এবং অপরের থেকে উত্তম মনে করে নিজেকে নেক ও পরহেয়গার মনে করতে থাকি। মনে রাখবেন! শয়তান হাজারো বছর ইবাদত করেছে এবং মুয়াল্লিমুল মালাকুত অর্থাৎ ফিরিশতাদের ওস্তাদ (Teacher) ছিলো, কিন্তু শুধুমাত্র অহঙ্কার এবং আল্লাহ তায়ালার আদেশের অবাধ্যতা প্রকাশ করার কারণে তার এতো দিনের ইবাদত নিষ্ফল এবং হাজারো বছরের রিয়াযত নষ্ট হয়ে গেলো, অপমান ও অপদস্ততা তার ভাগ্যে পরিণত হয়ে গেলো, অনন্তকালের জন্য অভিশপ্তের শিখল গলায় পরে নিলো এবং সে ঈমান থেকে সরে গিয়ে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আযাবের অধিকারী হয়ে গেলো। আহ! আমরা তো জানিনা দিনে কতবার যে আপন প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতা করছি, দিনভর গুনাহের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, নফল ইবাদত তো দূরের কথা, ফরয ইবাদতও করতে পারি না, অথচ আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা, যেমনটি ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি জ্বিন ও মানব এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

অনুরূপভাবে ২৯তম পারার সূরা মূলকের ২য় আয়াতে এই উদ্দেশ্যটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٢﴾

(পারা ২৯, সূরা মূলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনি, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় মানুষ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্য সফলতার জন্য মানুষকে এই দুনিয়ায় খুবই অল্প সময়ের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং এই সময়েই তাকে কবর ও হাশরের দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং এই সময়েই গনিমত মনে করে কবর ও হাশরের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত এবং জীবনের কোন মুহূর্তকেও অহেতুক নষ্ট করার পরিবর্তে ইবাদত ও রিয়াযত, কোরআনে পাক তিলাওয়াত, যিকির ও দরুদের আধিক্য এবং নেকীর দাওয়াতে অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন, কেননা জানিনা যে, পরবর্তি মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের জীবন থাকবে নাকি মৃত্যু এসে আমাদেরকে অনন্তকালের জন্য গভীর ঘুমে শুইয়ে দিবে।

আসুন! উদাসিনতা থেকে জাহত হওয়ার জন্য রহমতে আলম নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এই উপদেশমূলক বাণী শ্রবণ করি: সুতরাং ইরশাদ হচ্ছে: اغْتَنِمْ حَسَنًا قَبْلَ حَسِسٍ পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গনিমত মনে করো! (১) وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ অর্থাৎ যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে। (২) وَسُوْءِ حَالِكَ قَبْلَ فَتْرِكَ সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে। (৩) وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ এবং জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। (আল মুত্তাদিরিক, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে মনের মাঝে গেঁথে নিয়ে সুস্থ শরীর এবং যৌবনকে কোনরূপ রোগ, অক্ষমতা বা বার্ধক্যের পূর্বে গনিমত মনে করে নেকীর ভান্ডার করে নেয়া উচিত। আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুরো পুরো রাত আল্লাহ তায়ালায় ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং দীর্ঘ নামায পড়ার কারণে তাঁর পবিত্র পা মুবারক দু'টি ফুলে যেতো। হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নামাযে এমনভাবে কিয়াম করতেন যে, তাঁর মুবারক পা ফুলে যেতো। (একদিন) হযরত সাযিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আপনি এরূপ কেন করছেন, অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনারই কারণে আপনার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের গুনাহ ক্ষমা

করে দিয়েছেন! হযুর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: হে আয়েশা (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا)!
 “أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا” অর্থাৎ আমি কি আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।

(মুসলিম, কিতাবু সিফতুল কিয়ামাতি ওয়াল জান্নাতি ওয়ান নার, ১১৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭১২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! রাসূলে আকরাম হযুর

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এমনভাবে ইবাদত ও রিয়াযত করতেন যে, তাঁর উভয় পা মুবারক ফুঁলে যেতো, তবুও ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। অপরদিকে আমরা, দিনভর কাজ কর্মে লিপ্ত থাকি কিন্তু এরই মাঝে যতগুলো নামায আসে এগুলো আদায়ে উদাসিন থাকি এবং রাতে ক্লাস্তির বাহানা দিয়ে ইশার নামায না পড়েই উদাসিনতার ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, ব্যবসা ও চাকরীতে যাওয়ার জন্য রাতেই এলার্ম সেট করে দিই যেনো দেরি হয়ে না যায়, কিন্তু আফসোস! ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়ার জন্য কোনরূপ চেষ্টাই করি না। মনে রাখবেন! আমরা মুসলমান এবং মুসলমানের উপর সারা দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয আর নামায বর্জনকারী গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের অধিকারী সাব্যস্ত হবে। আমাদের তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায সফরে হোক বা ঘরে, শীত হোক বা গরম, খুশির সময় হোক বা শোক সর্বাবস্থায় আদায় করার পাশাপাশি প্রচেষ্টা করে আমাদের প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করে নিজের ঘুমকে কোরবানি দিয়ে রাতেও কিছু না কিছু ইবাদত করার অভ্যাস করতে হবে, যেনো আল্লাহ তায়ালার নেকবান্দাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই, কেননা রাতে ইবাদত করা আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাদের অনেক প্রিয় গুণ, যা আল্লাহ তায়ালার ১৯তম পারায় সূরা ফুরকানের ৬৪ নং আয়াতে এবাবে বর্ণনা করেন:

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٣١﴾

(পারা ১৯, সূরা ফুরকান, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ওই সব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন রবের জন্য সিজদা ও ক্বিয়ামের মধ্যে।

অনুরূপভাবে ২১তম পারার সূরা সাজদার ১৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

تَتَجَاوَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ

رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا ۚ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣١﴾ (পারা ২১, সূরা সাজদা, ১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাদের পার্শ্বদেশ গুলো পৃথক থাকে শয্যাসমূহ থেকে এবং আপন রবকে ডাকতে থাকে ভীত ও আশাবাদী হয়ে আর আমার প্রদত্ত থেকে কিছু দান খয়রাত করে।

অনুরূপভাবে ২৬তম পারার সূরা যারিয়াতের ১৭ ও ১৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

﴿۱۷﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَجُونَ

﴿۱۸﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ

(পারা ২৬, সূরা যারিয়াত, আয়াত ১৭ ও ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তারা রাতে কম ঘুমাতো এবং রাতের শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করতো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় আল্লাহ তায়ালায় নেক বান্দাদের ইবাদতের আশ্রয়কে বর্ণনা করেছেন যে, যখন মানুষ ঘুমিয়ে যায় তখন এই নেককার ব্যক্তির আপন রব তায়ালায় ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! আউলিয়ায় কিরামরাও দিনে হালাল রুজির জন্য ব্যবসা করতেন, নিজের সন্তানদেরকে মাদানী প্রশিক্ষণও করতেন, অথচ সারা দিনের ক্লাস্তির পর রাতের ঘুম সকলেরই প্রিয় হয়ে থাকে, কিন্তু এই ব্যক্তির ঘুমানোর পরিবর্তে আপন প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করতেন এবং ইস্তিগফার করতেন, যদি মানব স্বভাবের কারণে ঘুম এসেও যায় তবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ঘুম দূর করতেন অতঃপর ইবাদতে ব্যস্ত হয়ে পরতেন।

নিদ্রা দূর করার অনন্য পদ্ধতি!

হযরত সায্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ বলেন: রিয়াযতের প্রাথমিক পর্যায়ে যখন আমার ঘুম আসতো, তখন চোখে লবন মিশ্রিত শলাকা লাগাতাম, যখন ঘুম খুব বেশি বিরক্ত করতো তখন আমি গরম শলাকা চোখে বুলিয়ে নেতাম। হযরত ইব্রাহিম বিন হাকিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ বলেন: আমার পিতা মহোদয়ের ঘুম আসতো তখন তিনি নদীতে নেমে যেতেন এবং আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে তাকতেন, যা শুনে নদীর মাছেরা জড়ো হয়ে যেতো এবং তারাও তাসবীহ পাঠ করতে থাকতো। হযরত সায্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাবিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ নিজের নিদ্রা দূর করার জন্য দোয়া করেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করেন অতঃপর তাঁর চল্লিশ বছর পর্যন্ত ঘুম আসেনি। (মুকাশফাতুল কুলুব, ৩৮ পৃষ্ঠা)

আসুন! এবার রাতে ইবাদত ও রিয়াযত সম্পর্কিত বুয়ুর্গানে দ্বীনদের কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং নিজের মাঝে ইবাদতের আশ্রয় সৃষ্টি করি।

বিনয় হোক এমনই!

হযরত সাযিয়্যুনা হাবীব নাজ্জার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সারা সাত ইবাদত করতেন এবং সারা দিন রোযা রাখতেন আর ইফতারের জন্য যে খাবার আনা হতো তা অন্যদের দিয়ে দিতেন এবং স্বয়ং সারা রাত আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই কিয়ামের (নামায) মাধ্যমে অতিবাহিত করে দিতেন। ভোরের সন্নিহিতে বিনয় ও নশ্তার সহিত আল্লাহ তায়ালা দরবারে আরয করতেন: আমি উদাসিনতার সমুদ্রে ডুবে আছি এবং গুনাহের ময়দানে চলছি। হে আমার মালিক! তোমার এই অপদস্থ, গুনাহগার এবং রোগাক্রান্ত বান্দা তোমার দয়াদ্র দরজায় উপস্থিত এবং তোমার নিকট আশ্রয় (Protection) প্রার্থনা করছি।

(আর রওযুল ফায়েক, বাবু ফিন নযিয়া ওয়া যিকরিস সালেহীন, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

চেরাগ ছাড়াই ঘর আলোকিত থাকতো!

ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বোন হযরত হাফসা বিন সীরিন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا বসরায় একজন খুবই ইবাদতকারী মহিলা ছিলেন, তিনি সারা রাত নামায আদায় করে অতিবাহিত করতেন এবং নামাযে অর্ধেক কোরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন। অনেক সময় তার নামায পড়ার স্থানে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার চেরাগ নিভে যেতো, কিন্তু তার জন্য সকাল পর্যন্ত (চেরাগের আলো না থাকা সত্ত্বেও) ঘর আলোকিত থাকতো। (সিরাতুল জীান, ৭/৫৩)

হে নফস আর কত ঘুমাবে?

হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا এর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, তিনি সারা রাত নামায আদায় করতে থাকতেন এবং ফজরের সময় সন্নিহিতে এলে কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়তেন, অতঃপর জাগ্রত হয়ে বলতেন: হে নফস! তুমি আর কত ঘুমাবে আর কত ঘুমাবে, শীঘ্রই এমনভাবে ঘুমাবে যে, এরপর কিয়ামতের দিন সকালেই জাগ্রত হবে। (কুছল বয়ান, আর ফুরকান, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৪২)

জা'গনা হে জা'গ লে আফলাক কে ছায়ে তলে

হাশর তক সু তা রাহে গা খাক কে ছায়ে তলে

রাতে ইবাদত করার উপকারীতা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুয়ুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী শ্রবণ করে হয়তো আমাদের অন্তরেও প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের আশ্রয় সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত যে, ইশার নামায জামাআত সহকারে আদায় করে কিছুক্ষণ আরাম (Rest) করার পর অলসতা কাটিয়ে রাতের বেলায় কিছু না কিছু ইবাদত ও তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে নেয়া, কেননা রাতে ইবাদত করার অনেক উপকারীতা রয়েছে। আসুন! তাফসীরে সিরাতুল জীনাানের আলোকে এর কয়েকটি উপকারীতা শ্রবণ করি।

মনে রাখবেন! যে ইবাদত যে সময়ে করা ফরয, তা সেই সময়ই করতে হবে, তবে নফল ইবাদত রাতে করা দিনের তুলনায় বেশি উপকারী, (১) এই সময় কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করা এবং বুঝার ক্ষেত্রে একাগ্রতা বেশি অর্জিত হয়, কেননা এই সময় শোরগোল থাকে না বরং নিরাবতা বিরাজ করে, যা একাগ্রতা অর্জনের জন্য অনেক বড় মাধ্যম। (২) এই সময় ইবাদত করাতে পরিপূর্ণ একনিষ্ঠতা অর্জিত হয় এবং ইবাদতে লৌকিকতা এবং প্রদর্শনী থাকে না, কেননা সাধারণভাবে তখন মানুষ জেগে থাকে না, যার কারণে লৌকিকতার সুযোগ থাকে না।

(সিরাতুল জীনাান, ৭/৫২)

ইবাদত মে গুযরে মেরী জীন্দেগানি

করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমাদের আমলের অবস্থা খুবই নিম্নমুখি হতে যাচ্ছে, আমরা দুনিয়াবী দিক দিয়ে একে অপরের থেকে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা তো করি, যেমন; কারো আলিশান প্রাসাদ দেখে এরই মতো বানানোর আকাঙ্ক্ষা করি, কাউকে উন্নত পোষাক পরিহিত দেখে তার মতো পরার আকাঙ্ক্ষা করি, কারো নতুন গাড়ী বা সফল ব্যবসা (Business) দেখে মুখে পানি এসে যায়। আমরা দুনিয়াবী ধন সম্পদের ভালবাসায় এমন হিংসুক হয়ে গেছি যে, দিন রাত তা উপার্জনে জন্যই প্রচেষ্টা চালাতে এতটুকুই ক্লান্তি ভোগ করি না। কখনো কি কাউকে নেককাজ করতে দেখে আমাদের মাঝেও নেককার হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে? কখনো কি কাউকে

মসজিদের দিকে যেতে দেখে আমাদের মাঝেও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার প্রেরণা জেগেছে? কখনো কি কাউকে সুন্নাত অনুযায়ী পোষাক পরিধান করতে, চেহারায় দাঁড়ি শরীফ এবং মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজাতে দেখে আমাদের মাদানী পোষাক পরার প্রেরণা জাগ্রত হয়েছে? কখনো কি কাউকে মাদানী দরস, মাদানী দাওরা, সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করতে দেখে আমাদেরও ইলমে দ্বীন শেখার আত্মহ সৃষ্টি হয়েছে? আহ! যদি অপরকে নেকীর কাজে লিগু দেখে আমাদের মাঝেও নেকীর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যেতো। যেমনভাবে দুনিয়াবী ব্যাপারে আমরা দুনিয়াদারদেরকে আইডল বানাই, তেমনই যদি দ্বীন ব্যাপারে বুয়ুর্গানে দ্বীনদেরকে আমাদের আইডল বানিয়ে চলি তবে আমাদের দুনিয়াবী উন্নতির পাশাপাশি **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আখিরাতেও মুক্তির মাধ্যম হয়ে যাবে।

রাতের ইবাদতই ক্ষমার মাধ্যম হলো!

হযরত সাযিয়দুনা কাবিসা বিন ওকবা **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: আমি হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান ছওরী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** কে তাঁর ইস্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: **مَا فَكَرَ اللَّهُ بِكَ ؟** অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন: আমি আমার রব তায়ালায় দীদার করলাম তখন আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইরশাদ করলেন: হে ইবনে সাঈদ! তোমাকে মুবারকবাদ, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, কেননা যখন রাত হতো তখন তুমি অশ্রু এবং একগ্রতাচিণ্ডে আমার ইবাদত করতে, জান্নাত তোমার সামনে, তোমার যেই মহল ইচ্ছা নিয়ে নাও এবং তুমি আমার যিয়ারত করতে থাকবে, কেননা আমি তোমার থেকে দূরে নই। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, সুফিয়ান ছওরী, ৭/৭৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো “সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর বিধানাবলী অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা, নামায, রোযা এবং নিয়মিত নফল ইবাদত করা ও বুয়ুর্গানে দ্বীনদের চরিত্রের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে

সম্পৃক্ত থাকুন এবং ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো “মাদানী মুযাকারা”। এই কাজে অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকারীতা বিদ্যমান, ❀ মাদানী মুযাকারার বরকতে গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা অর্জিত হয়। ❀ মাদানী মুযাকারার বরকতে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয়। ❀ মাদানী মুযাকারার বরকতে ধর্মীয় জ্ঞানের (Islamic Information) পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও অর্জিত হয়। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এই মাদানী কাজের বরকতে অসংখ্য লোক গুনাহে ভরা জীবন ছেড়ে নেককার হয়ে গেছে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং নিয়মিত মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করার নিয়ত করে নিন।

গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো!

ওয়াকেন্ট (পাঞ্জাব) এর ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অন্যান্য যুবকের ন্যায় অসংখ্য মন্দ স্বভাবে লিপ্ত ছিলো। সিনেমা-নাটক দেখা, খেলা-ধুলায় সময় নষ্ট করা তার প্রিয় শখ ছিলো। ঘরে মাদানী চ্যানেল চলার বরকতে তার মাদানী মুযাকারা দেখার সৌভাগ্য নসীব হলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী মুযাকারা দেখার বরকতে সেই ইসলামী ভাই নিজের পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করে ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমলকারী হয়ে গেলো, চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়ি মুবারক সাজিয়ে নিলো এবং মাদানী পোষাককে আপন করে নিলো, আল্লাহ তাআলার আরো দয়ায় তার পিতা মাতা তাকে আনন্দচিত্তে “ওয়াকফে মদীনা” করে দিলো।

মাদানী চ্যানেল কি মুহিম হে নফস ও শয়তান কে খেলাফ,

জু ভি দেখে গা করে গা **اَللّٰهُمَّ** এ'তেরাফ।

নফসে আন্নারা পে ধরব এয়সি লাগে গি জোরদার,

কেহ নাদামত কে সবব হোগা গুনাহগার আশকবার।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি করার কয়েকটি পদ্ধতি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা ইবাদতের আগ্রহ পেতে ইবাদতের ফযীলত এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী শ্রবণ করছিলাম যে, তাঁদের রাতদিন ইবাদতে

অতিবাহিত হতো। বর্তমান যুগে আমাদের অধিকাংশই ইবাদত থেকে দূরে সরে আছি এবং গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি। আমরা একবার ভাবি যে, এর কারণ কি, যার ভয়াবহতা আমাদেরকে ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। যদি ইবাদত করিও তবে এতেও বিনয় ও নম্রতা অর্জিত হয়না, ইবাদতে একগ্রতা আসে না, মনে রাখবেন! ইবাদত থেকে দূরত্বের অনেক কারণ রয়েছে, যাতে লিপ্ত হয়ে আমরা নিজের জীবনের আসল উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই, এতে লিপ্ত থাকার কারণে নাতো দুনিয়াবী উপকারীতা অর্জিত হয় আর নাতো আমাদের আখিরাতের জন্য উপকারী। আসুন! ইবাদতের স্বাদ ও স্থায়িত্ব অর্জিত না হওয়ার কারণসমূহ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে শ্রবণ করি।

(১) ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য দোয়া করুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করতে আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করুন, কেননা আমাদের প্রিয় আক্কা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইবাদতে আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এভাবে দোয়া করতেন: “اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ” অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তোমার যিকির, তোমার কৃতজ্ঞতা এবং তোমার ইবাদত উত্তম রূপে করতে আমাকে সাহায্য করো।

(মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, কিতাবুদ দোয়া, ৭/১৩৪, হাদীস নং-২)

(২) দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের করে দিন!

ইবাদতের আগ্রহ থেকে দূরত্বের একটি কারণ হলো, ধন সম্পদের গভীর ভালবাসা এবং সর্বদা ধন সম্পদ উপার্জনের ধ্যানে মগ্ন থাকা, যার কারণে আমরা বান্দার হক এবং আল্লাহ পাকের হক এর প্রতি উদাসিন হয়ে যাই। মনে রাখবেন! এসব দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার নিদর্শন যে, নামাযেরও আমরা ব্যবসায়িক চিন্তার শিকার হয়ে ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলেন: যেমনিভাবে রোগীর খাবার স্বাদ অনুভূত হয়না, তেমনিভাবে দুনিয়াদারের ইবাদতের স্বাদ অনুভূত হয়না, কেননা যে দুনিয়ার ভালবাসার স্বাদ অনুভব করে, সে ইবাদতের স্বাদ পায়না।

(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মুদ দুনিয়া, বাবু বয়ানি সিফতুদ দুনিয়া, ৩/২৬৪)

এর প্রতিকার হলো, নিজের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা বের করার চেষ্টা করা এবং মিতব্যয়িতার সহিত হালাল উপার্জনের পাশাপাশি নামায ও অন্যান্য

ইবাদতের অভ্যাস গড়া। আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরাও ব্যবসা করতেন এবং তাঁদের মাঝে অনেকে সফল ব্যবসায়ী ছিলো, কিন্তু ব্যবসার মাঝেও যখনই তাঁদের কানে আযানের আওয়াজ আসতো তখন সব কাজ কর্ম ছেড়ে মসজিদের দিকে চলে যেতেন, এমনকি যদি কোন কামার হাঁতুড়ি উঠালো বা মুচি জুতায় সুঁই ঢুকালো তা সেখানেই রেখে দিতেন বরং অনেক বুয়ুর্গানে দ্বীন তো নামাযের সময়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে শিশু এবং কিতাবি জিন্মিদেরকে দোকানের নিরাপত্তায় নিয়োজিত করে নিজ নামাযে চলে যেতেন। (ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল আদাবিল কসব ওয়াল মাআশ, ২/১০৮)

মে পাঁচো নামাযে পড়ো বা জামাআত
মে পড়তা রাহোঁ সুন্নাতোঁ, ওয়াক্ত হি পর

হো তৌফিক এয়্যাসি আতা ইয়া ইলাহী!
হোঁ সারে নাওয়াক্ফিল আদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

(৩) অল্প আহ্বারের অভ্যাস গড়ুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতে প্রতিবন্ধতা এবং অলসতার আরো একটি কারণ হচ্ছে, পেট ভরে খাবার খাওয়া, কেননা মানুষ যখন পেট ভরে খেয়ে নেয়, তখন তার শরীর বোঝা হয়ে যায়, চোখে ঘুম চলে আসে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অলস হয়ে পড়ে, বান্দা শত চেষ্টা করেও কোন কাজ করতে পারে না এবং ইবাদত ও তিলাওয়াতে অলস হয়ে পড়ে।

এর প্রতিকার হলো, ইবাদতের স্বাদ পেতে ক্ষুধার চেয়ে কম খাওয়ার অভ্যাস (Habit) গড়তে হবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ইবাদতে অলসতা হবে না এবং এতে ইবাদতের আশ্রয়ও বৃদ্ধি পাবে।

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** একদা বলেন: যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, কখনো পেট ভরে খাবার খাইনি, যেনো ইবাদতের স্বাদ নসীব হয় এবং যখন থেকে মুসলমান হয়েছি, আল্লাহ তায়ালার দীদারের সূধা পান করার আশ্রয়ে কখনো পরিপূর্ণ তৃষ্ণা মিটিয়ে পান করিনি। (মিনহাজুল আবেদীন, আল ফসলুল হামিস, ৮৪ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান দারানি **رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: আমি ইবাদতে সবচেয়ে বেশি স্বাদ তখনই অনুভব করি, যখন ক্ষুধার কারণে আমার পেট খালি থাকে। (মিনহাজুল আবেদীন, আল ফসলুল হামিস, ৮৪ পৃষ্ঠা)

ভুক কি অউর পিয়াস কি মাওলা মুঝে সওগাত দেয়

ইয়া ইলাহী! হাশর মে দীদার কি খায়রাত দেয়

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৪) মোবাইল ও ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার করণ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা এবং একাত্মতা না হওয়ার আরো একটি কারণ হলো ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং মোবাইল ফোনের সঠিক ব্যবহার যেমন অসংখ্য উপকারীতা অর্জনের মাধ্যম, তেমনই এর ভুল এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের (Missuse) কারণে অনেক ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয়, যার মধ্যে একটি অনেক বড় ক্ষতি হলো যে, বান্দা নামায, রোযা, কোরআন তিলাওয়াত এবং নফল ইবাদতের প্রতি উদাসিন হয়ে নিজের সময় নষ্ট করে দেয়। বর্তমানে আমাদের যুব সমাজ স্যোশাল মিডিয়ার (Social Media) এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, মুহুর্তের জন্যও ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন হাত ছাড়া করে না এবং প্রতি মুহুর্তে নিজের ঘুমানো, জাহাত হওয়া, শপিং করা, ভাল খাবার দাবার, কোন অনুষ্ঠান যেমন; বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, পিকনিক স্পটে (Picnic Point) যাওয়া, বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করে সেলফি তোলা এবং অন্যান্য ব্যাপারেও স্যোশাল মিডিয়ায় নিজের বন্ধুদের নিকট শেয়ার করে সময় এবং অর্থ উভয়টিই নষ্ট করাতে ব্যস্ত। অনেকে তো মোবাইল ও ইন্টারনেটের এতোই পাগল যে, যদি কোন দিন ব্যবহার করতে না পারে তবে তার সারা দিন অধৈর্য্য এবং হতাশায় অতিবাহিত হয়।

ভাবুন তো! কখনো কি নামায বর্জনেও আমরা অধৈর্য্য হয়েছি? কোন দিন কি কোরআনে করীম তিলাওয়াত করতে না পারাতে আমাদের আফসোস হয়েছে? কখনো কি ইশরাক ও চাশত এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়তে না পারার কারণে আমরা দুঃখিত হয়েছি?

এর প্রতিকার হলো, প্রয়োজনে সাধারণ মোবাইল ফোন রাখুন বা ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য মোবাইল রাখতে হলো তবে হাস্যকর এবং অহেতুক ভিডিও দেখা এবং গান বাজনা শুনার পরিবর্তে মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে তিলাওয়াত, নাত ও আমীরে আহলে সুন্নাত, নিগরানে শুরা এবং অন্যান্য মুবািল্লিগদের সুন্নাতে ভরা

বয়ান, মাদানী মুযাকারা এবং ফরয উলুম কোর্সের মেমোরী কার্ড নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং আপনার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের মাঝেও বন্টন করুন, এর বরকতে জ্ঞানের ভান্ডার অর্জিত হবে এবং গুনাহ থেকে বিরত থেকে ইবাদতের আশ্রয় সৃষ্টি হবে।

হামারি বিগড়ি হোয়ী আ'দতে নিকাল জায়ে, মিলে গুনাহৌ কে আমরাজ সে শিফা ইয়া রব!
মুঝে দেয় খুদকো ভি অউর সারি দুনিয়া ওয়ালাঁ কো, সুদারনে কি তড়প অউর হোসলা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৫) ইবাদতের বিভিন্ন উপকারীতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের আশ্রয় সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি এর ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন আর এতেও ইবাদতের আশ্রয় সৃষ্টি হবে। যেমনিভাবে আ'লা হযরতে পিতা, মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ইবাদত করার ইহকালিন ও পরকালিন অনেক উপকারীতা বর্ণনা করেন, আসুন! এর মধ্য থেকে কয়েকটি উপকারীতা আমরাও শ্রবণ করি:

(১) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, সে আল্লাহ তায়ালার আবিদ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহ তায়ালার আবিদ বান্দাদের প্রশংসা করেন। (২) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার তাকে পছন্দ করেন। (৩) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার তার সকল কাজ সহজ করে দেন। (৪) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার তার রিযিকের জামিনদার হয়ে থাকেন। (৫) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার তাকে সাহায্য করেন এবং শত্রুর শত্রুতা এবং ফ্যাসাদ থেকে নিরাপদ রাখেন। (৬) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার তার সাথী হয়ে যান এবং তার অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর করে দেন। (৭) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি জগতের অন্তরে তার ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন, তাইতো ছোট বড়, ধনী গরীব, ভাল মন্দ এমনকি আসমান জমিনের পশু পাখিরাও তাকে ভালবাসে। (৮) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, তাকে সকল কিছুতেই বরকত দান করা হয়, এমনকি লোকেরা এর পোষাক পরিচ্ছদ ও ঘর থেকে তাবারক্ক অর্জন করে থাকে এবং উপকারীতা অর্জন

করে থাকে। (৯) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার এমন মর্যাদা অর্জিত হয় যে, লোকেরা তার মর্যাদা ও বরকতকে নিজেদের চাহিদার জন্য ওসীলা বানায় এবং তাঁর ওসীলা ও শাফায়াতে লক্ষ্য পূরণ হয়। (১০) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, সে মৃত্যুর কঠোরতা থেকে নিরাপদ থাকে। (১১) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঈমান ও ক্ষমার মধ্যে সুদৃঢ় রাখে এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও ধোঁকা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। (১২) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, ফিরিশতা তাকে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ রাখে এবং মুনকার নকীরের প্রশ্নের উত্তর শিখিয়ে দেয়। (১৩) তার কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দেয়। (১৪) তার কবরে বেহেশতের দিকে জানালা খুলে দেয়। (১৫) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, সে কিয়ামতের পেরেশানি থেকে নিরাপদ থাকে। (১৬) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, তার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে। (১৭) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, তার হিসাব সহজ হবে বা ফিরিশতারা তার কাছ থেকে কোনরূপ হিসাব নেবে না। (১৮) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, তাকে ফিরিশতারা হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাবে, তা পান করার পর তার আর কখনো পিপাসা আসবে না। (১৯) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, সে পুল সিরাত সহজেই পার হয়ে যাবে। (২০) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, ফিরিশতারা কিয়ামতের দিন তাকে নূরের মিম্বরে বসাবে এবং আরশ বা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পতাকা তলে (ছায়া) জায়গা দেবে। (২১) যে ব্যক্তি ইবাদত করে, ফিরিশতারা তাকে আল্লাহ তায়ালার দীদার করিয়ে ধন্য করবে এবং এই নেয়ামত সকল নেয়ামতের চেয়ে উত্তম আর কারামতের মধ্যে নিখুঁত। (আল কালামুল আওয়াজ, ৩২৮-৩২৯ পৃষ্ঠা)

ইবাদাত মে গুজরে মেরী জীন্দেগানি, করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

মুসলমাঁ হে আত্তার তেরী আতা সে, হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

(৬) ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির আরো কয়েকটি পদ্ধতি!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য উত্তম সংস্পর্শ গ্রহণ করুন, কেননা নেককার লোকদেরকে ইবাদত ও তিলাওয়াতে লিপ্ত দেখে আমাদের মাঝেও ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এছাড়াও নাম ও প্রসিদ্ধির জন্য নেকী করার

অভ্যাস ছেড়ে দিন, কেননা এতে আমাদের আখিরাতের কোন উপকারীতা নেই এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই ইবাদত করুন **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এতে দুনিয়ায়ও উপকারীতা অর্জিত হবে এবং আখিরাতেও সফলতা নসীব হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ৬ রজবুল মুরাজ্জব সুলতানুল হিন্দ, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর ওরশ মুবারক উদযাপন করা হয়, আশিকানে সাহাবা ও আশিকানে গরীবে নেওয়াজের জন্য সুসংবাদ হলো যে, এই বছরও **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** দেশ বিদেশে প্রায় ২ ঘন্টার “গরীবে নেওয়াজ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর ওরশ উপলক্ষে ইজতিমা” অনুষ্ঠিত হবে, যাতে যথারীতি জাদুয়াল অনুযায়ী (তিলাওয়াত, হামদ, নাত ও মানকাবাত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, দোয়া এবং সালাত ও সালাম এর) ব্যবস্থা থাকবে। আরো একটি সুসংবাদ হলো, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা ছাড়াও এই বছর থেকে বিশেষভাবে রজবুল মুরাজ্জবে ৬টি মাদানী মুযাকারাও হবে। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ**

আসুন! তাঁরই সাথে সম্পর্কে রেখে তাঁর মুবারক চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বালক প্রত্যক্ষ করি:

নাম ও বংশ এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর নাম হাসান চিশতী আজমেরী, তাঁর জন্ম ৫৩৭ হিজরী অনুযায়ী ১১৪২ ইংরেজিতে সিজিস্থান বা সিস্থান এর এলাকা সনজিরির পবিত্র এবং শিক্ষিত পরিবারে হয়েছে। (ইকতিবাসুল আনওয়ার, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) তাঁর প্রসিদ্ধ উপাধীগুলোর মধ্যে মঈনুদ্দীন, গরীবে নেওয়াজ, সুলতানুল হিন্দ এবং আতায়ে রাসূল ও অর্ন্তভূক্ত। (মঈনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দী আজমেরী, ২০ পৃষ্ঠা) জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** সিরিয়া, বাগদাদ এবং কিরমান ইত্যাদির সফরও করেন। মক্কা মদীনার যিয়ারতের সময় প্রিয় নবী **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর দরবার থেকে তাঁকে ভারতের বিলায়ত দান করা হয় এবং সেখানে দ্বীনের খেদমত করার আদেশ হয়। (সিয়াকুল আকতাব, ১৪২ পৃষ্ঠা) তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** তাঁর চরিত্র, আচার আচরণ এবং কথাবার্তার মাধ্যমে এই অংশে ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছেন। লাখো লাখ মানুষ তাঁর ফয়যের দৃষ্টিতে প্রভাবিত (Impressed) হয়ে ইসলামের আলোতে প্রবেশ করলো, তাঁর

সংশোধন ও তবলীগের মাধ্যমে ছাত্র ও খলিফাদের এমন এক দল তৈরি করেছেন, যারা পাক ও ভারতের কোণায় কোণায় দ্বীনের খেদমতের মহান দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর রচনা ও সংকলনের মাধ্যমেও দ্বীনের প্রচার ও প্রসার এবং খোদার সৃষ্টি জগতের সংশোধনের কর্তব্য পালন করে। তাঁর রচনার মধ্যে আনিসুল আরওয়া, কাশফুল আসরার, গানজুল আসরার এবং দিওয়ানে মুঈন এর উল্লেখ পাওয়া যায়। (মঈনুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দী আজমেরী, ১০৩-১০৬ পৃষ্ঠা) খাজা গরীবের নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রায় ৪৫ বছর ভারত ভূমিতে দ্বীনে ইসলামের খেদমতে অতিবাহিত করেন। অবশেষে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং হিদায়তের নূরের এই প্রদীপ ৬ রজবুল মুরাজ্জব ৬২৭ হিজরী আজমীর শরীফে (রাজস্থান, ভারত) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যান এবং আজমীর শরীফেই তাঁর নূরানী মাযার আজও বরকত বিলিয়ে যাচ্ছে।

জু ভি সায়িল আ'জাতা হে, মন কি মু'রাদেঁ পা জাতা হে,
মে নে ভি দা'মন হে পাসারা, ইয়া খাজা মেরী বোলি ভর দো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কিরাত ও মাসয়ালা পরীক্ষণ মজলিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ১০৪টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনে মতীনের খেদমত করে যাচ্ছে, আর এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ (Department) হলো “কিরাত ও মাসয়ালা পরীক্ষণ মজলিশ”। যার কাজ হচ্ছে দেশ বিদেশে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে বিভিন্ন দ্বীনি খেদমতকারী ইসলামী ভাইদের পরীক্ষা নেয়া। এই পরীক্ষার পদ্ধতি এরূপ যে, সরাসরি বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইমাম সাহেব, মুবাল্লিগ, মুদাররিস ইত্যাদি ইসলামী ভাইদের কিরাত ও শরয়ী মাসয়ালা সম্পর্কে টেস্ট নেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য এটাই যে, এই ইসলামী ভাইদের চারিত্রিক যোগ্যতা ছাড়াও প্রয়োজনীয় দ্বীনি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার পরীক্ষা নেয়া, যেনো দ্বীনি খেদমতে উত্তম পদ্ধতিতে নিজের কর্তব্য পালন করতে পারে। ২০১৭ ইংরেজি সালে বিভিন্ন বিভাগের প্রায় ১৫৮০৯ জন ইসলামী ভাইয়ের টেস্ট নেয়া হয়েছে। যে সকল ইসলামী ভাইয়েরা এই টেস্টে সফল হতে পারে না তাদের জন্য মাদানী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো এই ধরতে, হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সদকায় একাত্তার সহিত ইবাদত করার তৌফিক দান করুন।

أَمِينٍ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

নফল রোযার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! নিজের আমলনামায় সাওয়াব ও প্রতিদান বৃদ্ধি করতে নফল রোযার ফযীলত এবং কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) যে সাওয়াবের আশায় একটি নফল রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে দোযখ থেকে চল্লিশ বছর (দূরত্বে) দূরে করে দিবেন। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৪১৪) (২) যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখলো এবং পৃথিবীর সমান স্বর্ণ দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পূরণ হবে না, এর সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই পাওয়া যাবে। (আবু ইয়াল, ৫/৩৫৩, হাদীস নং-৬১০৪) ☆ অধিকহারে নফল রোযা রাখা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতে মুবারাকা। ☆ হযরত সাযিয়্যদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام তিনদিন মাসের গুরত্বে, তিনদিন মধ্যভাগে এবং তিনদিন শেষ দিকে রোযা রাখতেন আর এভাবে মাসের প্রথমে, মাঝে এবং শেষে রোযাদার থাকতেন। (কানযুল উম্মাল, ৮/২০৪, হাদীস নং-২৪৬২৪) ☆ পিতামাতা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখা থেকে এই কারণে নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে পিতামাতার আনুগত্য করবে। (দুররুল মুহত্তার,

৩/৪১৬) ☆ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না। (দুররুল মুহতার, ৩/৪১৫) ☆ নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করলে সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে তবে কাযা করা ওয়াজিব হবে। (দুররুল মুহতার, ৩/৪১৩) ☆ কর্মচারি বা শমিক যদি নফল রোযা রাখে তবে কাজ পুরোপুরি করতে পারবে না, তবে ঠিকাদারের (অর্থাৎ যে চাকুরীতে বা পারিশ্রমিকে রেখেছে তার) অনুমতি নেয়া আবশ্যিক এবং যদি কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে পারে তবে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। (দুররুল মুহতার, ৩/৪১৮) ☆ ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীরা যদি তাদের শিক্ষায় সামান্যতম প্রতিবন্ধকতা দেখে তবে কখনোই নফল রোযা রাখবে না বরং সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রোযা রাখবে এবং মাদানী কাফেলার মুসাফিররা সামান্যতমও দুর্বলতা অনুভব করলে তবে নফল রোযা রাখবেন না কেননা ইলমে দ্বীন অর্জন এবং নেকীর দাওয়াতের এই মহান কাজে যেনো দুর্বলতা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১০১ মাদানী ফুল” এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত “১৬৩ মাদানী ফুল” উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝকো জযবা দেয় সফর করতা রাহো পরওয়াদিগার,

সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বার বার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫-পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত

৬টি দরুদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরুদ শরীফ:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

বুয়ুর্গারা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাত্রে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়দিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়দিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরুদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً يُدَوِّمُ اللهُ عَلَيْكَ

হযরত আহমদ সাভী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ কতিপয় বুয়ুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরুদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সাযিয়দিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো হুযরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চর্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন হুযর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।” (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরুদে শাফায়াত:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এভাবে দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।” (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

হযরত সাযিয়্যুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, হুযর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এ দোয়া পাঠকারীর সন্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।” (মাজমাউয যাওয়য়্যিদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)